109

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

১৫ই ফেব্রুয়ারী 'প্রাথমিক শিক্ষার নববর্ষ'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এখন হইতে প্রতিবছর আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রাথমিক শিক্ষার নববর্ষ' উদযাপন করিবে। বিদ্যালয়কে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তোলার জন্যই সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে স্কুলে ভর্তি, তাহাদের উপস্থিতি ও স্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় পাঠদান ও পাঠগ্রহণ পদ্ধতির প্রসার এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সা'দত হুসাইনের

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

১৫ই ফেব্রুয়ারী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নববর্ষ উদযাপিত হইবে। সরকার এ বছর আগামী ১৫ হইতে ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রথমবারের মত প্রাথমিক শিক্ষার নববষ উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নবাগতদের মধ্যে নূতন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হইবে। এই আয়োজনের মধ্যে আরো রহিয়াছে শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী ও শিশুমেলা, অভিভাবক ও পিতামাতা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শিশু জরিপের ফলাফল উপস্থাপন। এছাড়া স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি ও স্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা সভারও আয়োজন করা হইবে।

নববর্ষ উদযাপনের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচীতে থাকিবে মেধাবী শিক্ষার্থী পুরস্কার প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হইবে। তৃতীয় দিন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির আলোকে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হইবে।

-তথ্য বিবরণী